# চ্যারিটি শো

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আট আনা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোডস্থ
দীপালী প্রেসে মুদ্রিত এবং
দীপালী গ্রন্থশালা হইতে
প্রকাশিত।

# ভূমিকা

অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিও (A. I. R.)র কলিকাতা প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণ কর্তৃক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের সুপরিচালনায়, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪১ (গুড্ ফ্রাইডের দিন) বেতারে প্রথম অভিনীত হয়।

আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (পি-সি-এল্) মহাশয় প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়া দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—সন ১৩৪৭।২৮শে চৈত্র, শুক্রবার—

কলিকাতা
১১ই এপ্রিল, ১৯৪১

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

# চ্যারিটি শো

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রেমাংশুর সুসজ্জিত কক্ষ

কাল—অপরাহ্ণ

[ ঘবের এককোণে একখানি সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া প্রেমাংশু বই পড়িতেছিল। সিঁড়িতে রাধাবমণের গান শুনিযা, বইখানি টেবিলে উপুড় করিয়া রাখিয়া, প্রফুল্লমুখে উৎকর্ণ হইয়া ঘবের দুয়ারের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

গান গাহিতে গাহিতে ঘরে ঢুকিয়া রাধারমণ প্রেমাংশুব মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিতে লাগিল— ]

### গান

বঁধুয়া কি আর কহিব আমি।

নাচে গানে ষ্টেজে জলশা আসরে

পেট্রন্ হইও তুমি ॥

এ-পাড়া ও-পাড়া বালীগঞ্জে লেকে

আপনা বলিব কা'য় ?

কাপ্তেন বলিয়া শরণ লইনু

ও দুটি কমল পায় ॥

প্রে। পড়ি বৈ কি ?

রাধা। ছাই পড়'। মাসিকগুলোয় বইয়ের যে সমালোচনা বেরোয়—পড় ? লেখকের ষ্টাইল্ ভাল, এক্স্প্রেশন্ মনোজ্ঞ, ক্যারেক্টারিজেশন্ অতুলনীয়। কিন্তু গল্পের সুসঙ্গতি ও চরিত্রের সামঞ্জস্য একেবারেই নাই। আরও ভাল হইলে, বইখানি আরও ভাল হইতে পারিত : বল'—কি বুঝলে ?

[ প্রেমাংশু একটু হাসিল ]

আচ্ছা—সাপ্তাহিকগুলোকে ধর'। যত সব বেকার বালখিল্যের দল, কোনও রকমে কয়েকটা সিনেমা-য়্যাকট্রেসের ছবি দিয়ে, একটা যা-তা কিছু বের করেই, অমনি হয়ে পড়ে রাতারাতি এক প্রকাণ্ড সমালোচক, দুদ্ধর্ষ সমালোচক। অভিনয়, নৃত্য, সঙ্গীত, ফিল্ম্—কিছুই তাদের আটকায় না। সমালোচনায় সব প্রতিভাশালা—

প্রে। ( বাধা দিয়া ) প্রতিভাশালা কিহে ? বল—প্রতিভাশালী।

রাধা। এ-সব সমালোচক তো স্ত্রীলোক নয় যে, প্রতিভাশালী বল্‌ব ? এরা যে সব পুরুষ, কাজেই প্রতিভাশালা বলতে হয়।

[ প্রেমাংশু হাসিয়া রাধারমণের মুখপানে চাহিয়া রহিল ]

থিয়েটারের সমালোচনা লিখছে : নাটকে ড্রামাটিক্ ক্লাইম্যাক্স্ একেবারে জমে নাই, গানগুলির সুর-সংযোজনাও সুষ্ঠু হয় নাই, চরিত্রগুলির রূপসজ্জা বৈজ্ঞানিক ও সময়োচিত হয় নাই। তবে, নাটকখানি অত্যন্ত যুগোপযোগী হইয়াছে, অভিনয় অতি-চমৎকার হইয়াছে, এবং দর্শকগণের ঘন ঘন করতালি দেখিয়া মনে হয়,

নাটকখানি দর্শকদিগকে আনন্দ দিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা এ বইখানির সহস্র রাত্রি কামনা করি। বল’—সমালোচকের ভাষা দুর্ব্বোধ্য কিনা—

প্রে। ( সহাস্যে ) তোমায় পার্‌বার জো নেই, রাধারমণ—

রাধা। শোন’,—আরও শোন’—ফিলিম্-ক্রিটিক্ তাঁর সমালোচনায় ছবির টেম্পো, ফুটেজ্, মণ্টেজ্, প্লে-ব্যাক্, রি-রেকর্ডিং, ফটোগ্রাফী, প্রোসেস্, সাউণ্ড, মিউজিক্, ব্যাক্-গ্রাউণ্ড মিউজিক্, ক্লোজ-আপ্, ক্লাইম্যাক্স্ প্রভৃতি এত সব বড বড় কথা লেখে যে, তা’ বোঝা দূরে থাক্, তারা সে কথাগুলোর মানে পর্য্যন্ত জানে না। এ আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

প্রে। তাই নাকি ?

রাধা। বললাম যে ভাই, তুমি এ সব কিছুই পড়’ না, তাই জান না। তারপর, নাচের সমালোচনা লিখল্ঃ নৃত্যের গতি বিলম্বিত হওয়ায় এবং নর্ত্তকীর অঙ্গহার শাস্ত্রানুমোদিত না হওয়ার দরুণ, নৃত্যটি অত্যন্ত প্রাণহীন লাগিল। তবে নর্ত্তকীর শক্তি আছে। কালে ইনি নৃত্যশিল্পে যে যশস্বিনী হইবেন, এ কথা আমরা অকুতোভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি।—কিছু বুঝলে ?

প্রে। যাক্‌গে—ও-সব পরচর্চ্চায় কি হবে, এখন তোমার ক্রিটিক্যাল অবস্থাটা কি, তাই বল’—

রাধা। ভয়ানক ক্রিটিক্যাল—ভীষণ ক্রিটিক্যাল—অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল !

প্রে। তাইতো জিজ্ঞাসা করচি—ব্যাপার কি ?

রাধা। ( সুরে )

সখিরে—

কি পুছসি অনুভব মোয়--

তিনটি অবিবাহিতা কন্যা, দুইটি অশিক্ষিত পুত্র, একটি চিররুগ্না প্রবলা স্ত্রী, একটি কলহপরায়ণা বিধবা ভগিনী, একটি নিষ্কর্ম্মা বুড়ী পিসিমা, দুইটি বেকার ভাগ্নে এবং কশ্চিৎকর্ম্মা স্বয়ং আমি। এতগুলি কৃষ্ণের জীবের গ্রাস এবং আচ্ছাদনের ব্যবস্থা, আমাকেই করতে হয়। এই কম্পিটিশনের যুগে বাঁচতে হবে ত ?

প্রে। চাকরী ঠিক আছে ত ?

রাধা। কৈ আর ঠিক আছে ? কবে গিয়েচে চাকরী। তবেই না অবস্থাটা এমন ক্রিটিক্যাল হয়ে দাঁড়িয়েচে।

প্রে। ( উদ্বিগ্ন ভাবে ) তাহলে এখন কি করচ ?

রাধা। এখন সম্পূর্ণ বেকার, ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীদেরই সামিল।

প্রে। চাকরী গেল কি করে ? বেশ ভাল চাকরীই তো করছিলে—

রাধা। ( সুর করিয়া )

( আমার ) চাকরী গিয়াছে চুকে।

চাকরী-বঁধুয়া মধুপুরে গেছে

বজর হানিয়া বুকে॥

( তাই ) আফিসের পথে ড্যালহাউসিতে—

যেতে কভু নাহি চাই—

সকালে বিকালে আফিসের ট্রাম

দেখে দুখে মরে যাই॥

প্রে। চাকরী যে গেল, কি করেছিলে ?

রাধা। চাকরী যাওয়ার মত তেমন কিছুই করিনি, ভাই। কোম্পানীর কিছু টাকা একটু এদিক-ওদিক করে', আমাদের ক্যাবলার সঙ্গে একটা ফিলিম্ কোম্পানী করতে গিয়েছিলুম—

প্রে। তারপর ?

রাধা। তারপর আর কি ? যেমন সবার হয়—কিছুদিন পুলিশের হেফাজতে সরকারী অতিথিশালায় থেকে, সরকারী মোটার-বাসে যাতায়াত করে'—বেরিয়ে পড়লাম শেষ পর্য্যন্ত। জেলটা অবিশ্যি হল না, কিন্তু চাকরীটি গেল। খাতাপত্তর ঠিক ছিল কিনা, তাই রক্ষে—

প্রে। ছি ছি রাধারমণ, এ দুর্ম্মতি তোমার কেন হল ?

রাধা। ( গাহিল )

সখিরে—

অমিয়-সাগরে সিনান করিতে<br>
সকলি গরল ভেল।<br>
সহজ ভাবিয়া ফিলিম সেবিনু<br>
বজর হইয়া গেল॥

চাকরী ছাড়িয়া কোম্পানী করিনু<br>
পড়িনু অগাধ জলে—<br>
শ্রীরাধারমণ লইল শরণ<br>
তোমার চরণ তলে॥

প্রে। ( কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া গম্ভীর ভাবে )

তা'হলে এমন হৈহৈ করে' বেড়ালে তো চলবে না। একটা কিছু করা চাই তো?

রাধা। করচি তো?

প্রে। কি করচ?

রাধা। এই "নাটমণ্ডপ"—এ ত আমারই।

প্রে। "নাটমণ্ডপ" আবার কি?

রাধা। নাটমণ্ডপ—সুপ্রসিদ্ধ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী, সুরশিল্পী, আর সঙ্গীত-শিল্পীদের এক মিলনকেন্দ্র! শিল্পীরা সবাই আমার মাইনে-করা, কেউ পালাবে না, সে ভয়ও নেই। কলকাতার বাইরেও যদি কেউ নাটমণ্ডপকে ডাকে, আমরা তা হলে সেখানে গিয়েও আমাদের "শো" দিয়ে আসতে পারি।

প্রে। কি রকম?

রাধা। এই ধর', কোনও বিয়ের আসর, বাসরঘর, উপনয়ন, এমন কি, শ্রাদ্ধবাড়ীতে পর্য্যন্ত—

প্রে। শ্রাদ্ধবাড়ীতে কি করবে তোমরা?

রাধা। কেন, শ্রাদ্ধনৃত্য দেখাব!

প্রে। আচ্ছা, আর—

রাধা। তারপর—সভাসমিতি, আফিসের পার্টি, বাগানবাড়ী, ষ্টেজ, ফিলিম তো আছেই। যে কম্পিটিশনের বাজার, কিছু করতে হবে তো?

প্রে। এ সব কি তোমার মাথা থেকেই বেরিয়েছে, রাধারমণ?

রাধা। ( আত্মপ্রসন্নভাবে ) নিশ্চয়। এই নাটমণ্ডপের আমিই প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোক্তা, স্বত্বাধিকারী, কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক, প্রযোজক, পরিচালক, প্রবর্ত্তক, প্রচারসচিব কর্ম্মকর্ত্তা, প্রোপাগ্যাণ্ডা অফিসার অর্থাৎ সবই, একমেবাদ্বিতীয়ং—এখন দর্শককৃপাহি কেবলং—

প্রে। তা' অনুমান করচি।

রাধা। এরি মধ্যে আমাদের তিনটে শো'ও হয়ে গেছে—তাতে বেশ দু'পয়সা পাওয়াও গেছে।

প্রে। বেশ, বেশ, ভাল হলেই ভাল।

রাধা। ( সোৎসাহে হাতের চামড়ার ব্যাগটা খুলিয়া, কাগজপত্রাদি বাহির করিতে করিতে )—এই দেখ', আমাদের নাটমণ্ডপের আর্টিষ্টদের সব ফটো।

[ প্রেমাংশু ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। রাধারমণ এক একখানি ১৫" × ১২" সাইজের ত্রিবর্ণ এন্‌লার্জ্জমেণ্ট বাহির করিয়া প্রেমাংশুর হাতে দিতে দিতে ]

ইনি শীলা নাগ তাণ্ডবনৃত্যে স্পেশ্যালিষ্ট। রেবা ঘোষ "ঝর্ণানৃত্যে" 'উর্শ্রী' উপাধি পেয়েছেন—

প্রে। উপাধি কে দিল ?

রাধা। হেঁঃ—তুমিও যেমন। উপাধি আবার দেবে কে ? আমিই দিইচি। এ হচ্ছে শান্তা রায় মৎস্যগন্ধানৃত্যে অতুল প্রতিভা। ইনি রেখা চ্যাটার্জ্জী, অশ্বগন্ধানৃত্যে "অশ্বপতি" উপাধি পেয়েছেন।

প্রে। এটিও তোমারই দেওয়া তো ?

রাধা। এ আর সুধোও কেন, ভাই? উপাধি একটা কিছু না হলে যে আজকাল মোটেই চলে না। যে কম্পিটিশন? হাঁ, তারপর —এই ইনি এক জন সত্যিকারের আর্টিষ্ট: যেমন নাচে, তেমনি গানে, তেমনি অভিনয়ে। ইনি কুমারী কাননবালা "তানশ্রী," গানে একেবারে তানসেনেরও কাণ কাটেন। এঁর নাম কল্পনাদেবী, ছাগলাদ্য নৃত্যে "ছাগশ্রী" উপাধি পেয়েছেন। ইনি মণিমালা ঘোষাল—এঁর কোরবানিনৃত্য দেখে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল এঁকে মস্ত এক সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আর ইনি মিস্ আয়েসা খাঁ—দক্ষযজ্ঞনৃত্যে স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

প্রে। মুসল্‌মান মেয়ে যোগাড় করলে কি করে হে, রাধারমণ?

রাধা। (হাসিয়া) মুসলমান এর কোন পুরুষে নয়। দস্তুরমত বামুন। এর বাপের নাম গোপালচন্দ্র খাঁ, এর আসল নাম হচ্ছে, আশা—আমি করে' দিলাম আয়েসা. খারাপ হয়েছে?

প্রে। না: খারাপ আর কি? তোমার বুদ্ধি আছে রাধারমণ, স্বীকার করি। যোগাড়ও তো করেচ কম নয়? প্রত্যেক মেয়েই তো বেশ সুশ্রী, সুন্দরী আর তরুণী। এতগুলি সুন্দরী তরুণীর একত্র সমাবেশই তো তোমার মস্ত মূলধন, মনে হচ্ছে।

রাধা। (আত্মপ্রসন্নভাবে মৃদুহাস্যের সহিত) ভায়া হে, পেট চিঁ চিঁ করলে, বুদ্ধি আপনি খোলে। তাতে এই কম্পিটিশনের বাজার। তারপর এ-গুলো দেখ'! এরা আমার পুরুষ আর্টিষ্ট: গোষ্ঠ ঢোল, খ্যাদা ভড়, বেচু কোঁয়ার, আর নন্টু

বিহারী কাঁড়ার—এরা সব নৃত্যশিল্পী। আর এরা—সন্তোষ দাস, গোবর্দ্ধন পাল, বিজয় বারুরী, গোপাল নান্, কেষ্ট হাজরা আর মুকুন্দ পারাল—সুরশিল্পী। আর এই গ্রুপ ফটোতে আমাদের নাটমণ্ডপের অর্কেষ্টা। সঙ্গীতশিক্ষক ও পরিচালক পুঁটিরাম ঢ্যাং—গোয়ালিওরের কাফি খাঁর শিষ্য।

প্রে। কাফি খাঁ?—কাফি খাঁর নাম তো কখনও শুনি নাই—

রাধা। আচ্ছা বোক্‌চন্দর তো তুমি? কত বার বলব? এ রকম একটা কিছু না বল্‌লে, আজকালকার কম্পিটিশনের বাজারে কি কেউ কাউকে পোঁছে? কাজেই, একে কাফি খাঁর শিষ্য করে দিতে হয়েছে।

প্রে। তাই বল'!

রাধা। যাক্—শুনলে সব, দেখলেও সবাইকে। এখন তুমি আমাদের নাটমণ্ডপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হও। বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে আমি এদের ছবি দিয়ে এক খানা পুস্তিকা ছাপাতে চাই—পাব্লিসিটি চাইত? তাতে তোমার মত জনকয়েক বড় বড় লোকের নাম না থাকলে, কোনই ফল হবে না। এই কম্পিটিশনের বাজারে দাঁড়াতেই পারব না ভাই—

প্রে। তা আমায় কি করতে হবে?

রাধা। করতে চাও, অনেক কাজ দিতে পারি। কিন্তু, এ সব কাজ, ভাই তুমি পারবে না। তাই কাজ তোমায় কিছুই করতে হবে না। যা' করবার, তা' আমিই সব করব, সেজন্যে তুমি কিছু ভেব' না। তুমি শুধু মাসিক পঞ্চাশটা করে টাকা দিয়ে,

নাটমণ্ডপের পেট্রন হয়ে থাক'—ব্যস্। আর যদি মাসে মাসে এ বখেরা থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে একেবারে পাঁচশো টাকা ফেলে দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাক্। আর এতে তোমার সুবিধেও আছে, প্রেমাংশু। মাসে মাসে ৫০৲ টাকায় বছরে ছ'শো পড়ে, অথচ একেবারে দিলে, পাঁচশোয়ে হয়, একশো টাকা কম লাগে। তোমার পক্ষে একেবারে দেওয়াই আমার মনে হয় সুবিধে।

প্রে। ( চকিত হইয়া ) বাবা—একেবারে পাঁচ-শো ?

রাধা। পাঁচশো শুনেই আঁৎকে উঠলে ? এই দেখ' ( ব্যাগ হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া )

সার্ মিথ্যাব্রত মণ্ডল=৫০০৲

সার্ হনুমানদাস ঝুটারাম ফট্‌কা=৫০০৲

সার্ আলান্ নোম্যান্=৫০০৲

মিঃ ডবলু বি ব্লাফ=৫০০৲

মিঃ কান্ত রে=৫০০৲

নারী রক্ষা সমিতি=১০০৲

বেকার শিল্পীসঙ্ঘ=৫১৲

নৈশ—

প্রে—( বাধা দিয়া ) থাক্, থাক্—

রাধা। ( সবিনয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া ) এ আর তোমার কাছে এমন বেশী কি ভাই ? এমন একটা প্রতিষ্ঠান, আমার বলে বলচি না, বাংলায় আর নাই। এতে যদি দেশের লোকের

সহানুভূতি না পাই, তা'হলে বাংলা দেশের কি দুর্দ্দিন আসবে, তা একবার ভেবেচ কি, বন্ধু? দেশের লোকের সহানুভূতি না পেয়েই ঢাকাই মস্‌লীন গিয়েছে, বাংলার বস্ত্রশিল্প লুপ্ত হয়েছে, বাংলার আল্পনাশিল্প, সূচিশিল্প, খাগড়ার বাসন্‌-শিল্প, কৃষ্ণনগরের পুতুল-শিল্প, পূর্ব্ববঙ্গের কাঁথা ও শুজুনি-শিল্প, মুর্শিদাবাদের রেশম-শিল্প, নবদ্বীপের টোল, মালদহের আম, সাঁৎরাগাছির ওল, পদ্মার ইলিশ, কাটোয়ার ডাঁটা—সব বিলুপ্ত হয়েচে। এইবার বাংলার সুপ্রাচীন সঙ্গীত ও নৃত্যকলাও যেতে বসেচে! ভাই সব, তাকে ধরে রাখতেই হবে। সঙ্গীত আর নৃত্য গেলে, পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বাঙ্গালীর নামও অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বাঙালী আর বাঙ্গালী থাকবে না। কিন্তু বাঙ্গালীকে বাঁচতে হবে। এই কম্পিটিশনের যুগে, বাঙ্গালীকে বাঁচতে হবে। সমাসন্ন মহা-প্রলয়ের এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে, তাই আজ জেগেছে নটরাজের এই নাটমণ্ডপ—

প্রে। রক্ষে কর' ভাই, রাধারমণ, রক্ষে কর—দোহাই তোমার, তুমি বক্তৃতা বন্ধ কর। এটা শ্রদ্ধানন্দ বা দেশবন্ধু পার্ক নয়, গরীবের কুটীর। ঘরে বাইরে আর বক্তৃতা সহ্য হয় না। ঘরে বক্তৃতা শুনতে নারাজ বলে, বিয়ে পর্য্যন্ত করলাম্ না। তুমি বক্তৃতা থামাও, ভাই, আমি পাঁচশো টাকাই দেবো। বাপ্‌—যখন চিল পড়েচে, তখন কুটোটা না নিয়ে সে যে উঠবে না, এ আমি বহুক্ষণ পূর্ব্বেই অনুমান করেচি।

রাধা। (কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া আর একখানা খাতা খুলিয়া

দেখাইতে দেখাইতে ) আমাদের নৃত্যাভিনয় দেখে "গন্ধগোকুল," "সভাসুন্দর", "কুষ্ঠচিকিৎসা," "বালীগঞ্জিকা" প্রভৃতি সহরের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিকগুলি কি বলেচে, এই পড়ে দেখ'। এই দেখ'— "মেছোবাজার পত্রিকা" "ধাপা টাইমস্" "নিমতলাদর্পণ" প্রভৃতি কাগজের সুখ্যাতি। এই কম্পিটিশনের বাজারে এ রকম সমালোচনা কি চাট্টিখানি কথা?

প্রে। ( না পড়িয়া খাতাখানি ঠেলিয়া দিয়া ) আর সকলে কি নিন্দে করেচে নাকি?

রাধা। আর কেউ কিছু কি লেখে নাই। তবে সেগুলোও হাত করবার ব্যবস্থা করচি। তা না করতে পারলে, এ কম্পিটিশনের বাজারে দাঁড়াব কেমন করে, ভাই?

প্রে। কি ব্যবস্থা করচ, শুনি?

রাধা। প্রত্যেক কাগজের আফিসে গিয়ে তাদের স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, ম্যানেজার হতে আরম্ভ করে—কম্পোজিটার, জমাদার, দারোয়ান পর্য্যন্ত সব্বাইকে ফ্রি-পাস দিয়ে আসচি। তাদের কেউ এলে চা-টা খুব দিই। দস্তুরমত তোয়াজ করি, বিজ্ঞাপন দেব' বলি—

প্রে। বিজ্ঞাপন দেবই, বল'—দাও না তো?

রাধা। ( সহাস্তে ) দিলে তো ফুরিয়েই গেল, ভাই। দেব বলে' আশায় রাখলে, চট করে তারা নিন্দে করতে সাহস পাবে না। কাগজওলাদিকেও এই কম্পিটিশনের বাজারে বাঁচতে হবে তো?

প্রে। তারপর যখন শেষ পর্য্যন্ত দেবে না—তারা বুঝবে, তোমার ধাপ্পা—তখন?

রাধা। সে পথ না রেখেই কি এই বিপথে চল্‌চি, ভাই ?

প্রে। কি রকম, শুনি—

রাধা। যেমন দেখি, কোন' কাগজের লোক বিজ্ঞাপন নিতে এসে ৫।৭ দিন ফিরে গেল, তখন নিজেই একদিন সেই কাগজের আফিসে যাই। সেখানে গিয়ে যথোচিত বিনয় আব বহু রকমের ওজর আপত্তি ভাঁওতা এবং মিষ্টি কথা বলে'—তাদিকে একেবারে জল করে দিয়ে আসি। এতে কিছু দিন চলে। তারপর, একদিন তারা যা' বলে, তাতেই এক বিজ্ঞাপন দিয়ে দিই। তারা খুব খুশী হয়। নাটমণ্ডপের বড বড় প্যারা, ছবি, তারিফ্, রাইট-আপ—কত কি বেরুতে থাকে। আমাব কাজ বেশ চলে যায়। আর ভাবনা কি ?

প্রে। বিজ্ঞাপন দিয়ে এলে, তার টাকা দিতে হয় তো ?

রাধা। হয়, তবে তার মধ্যেও অনেক আর্ট আছে।

প্রে। বিলের টাকা দেওয়ার মধ্যে আবার আর্ট কি হে ?

রাধা। আছে, ভায়া, আছে। আর্ট নেই কোথা ? আর্টিষ্টদের সব তাতেই আর্ট। বিলের টাকা দেওয়ার মধ্যে অবিশ্যি কোনও আর্ট নেই, কিন্তু না-দেওয়ার মধ্যে আছে—অনন্ত অফুরন্ত আর্ট। কম্পিটিশনের যুগ, ভাই!

প্রে। কিচ্ছু বুঝলাম না—

রাধা। বুঝিয়ে দিচ্ছি। টাকা দিতে এমন বেগ দিই যে, তারা নূতন কপি আর নিতে তো আসেই না, বরং ছাপবার অর্ডার দিলেও, আর ছাপে না—নিজে হতেই বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়।

নিতান্ত যারা ছিনে-জোঁক, অথচ চটাতেও পারি না, তাদিকে টাকায় এক-আনা-হারে মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু দিই। আর অন্যান্য সবাই টাকার তাগাদা করে' করে' নিজেরাই এমন শ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, আর আসে না। যে কম্পিটিশন—

প্রে। এতে কাগজওলারা চটে না?

রাধা। চটে বৈকি, খুব চটে। তবে তারও, অর্থাৎ এই রাগ-ভাঙানোরও আর্ট আছে।

প্রে। সেটা আবার কি রকম?

রাধা। সেটা? টাকার জন্যে খুব যে পীড়াপীড়ি করে', তাকে একদিন নেমন্তন্ন করে' নিয়ে এসে, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিই। সময় সময় আবার—চুড়োর উপব ময়ুর-পাখা বসিয়ে দিই—কম্পিটিশনে সব করতে হয়!

প্রে। চুড়োর ওপর ময়ুর-পাখা আবার কি হে, রাধারমণ?

রাধা। অর্থাৎ ২।১টা পেগ্ পর্য্যন্ত দিয়ে দিই। ব্যস্—একেবারে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজের কাজ করে। কম্পিটিশনের এ বাজারে বাঁচতে হবে তো?

প্রে। (কিয়ৎকাল উচ্চহাস্য করিয়া) সত্যি, রাধারমণ, তুমি যুগ- মানব, তুমিই এ যুগের যোগ্যতম লোক—তোমার তারিফ করি।

রাধা। (সবিনয়ে) কি করি ভাই, যে কম্পিটিশনের বাজার, দেখচ ত? চেক্‌খানা তাহলে দাও, সন্ধ্যে হয়ে এল—

প্রে। (দেরাজ খুলিয়া চেক্ বাহির করিয়া, চেক্ লিখিয়া দিয়া) তা' হলে, এবার তোমাদের প্রোগ্র্যাম কি?

রাধা। ( চেক্‌খানি পরীক্ষা করিয়া ব্যাগে পুরিতে পুরিতে ) এবার চৌরঙ্গী-থিয়েটারে একটা **চ্যারিটি শো** দিতে হবে।

প্রে। চৌরঙ্গী-থিয়েটারে কেন ?

রাধা। তা' না হলে যে পয়সা পাওয়া যায় না, ভাই। এই কম্পিটিশনের যুগে পয়সা চাই তো ?

প্রে। কেন, আমাদের উত্তর-কলকাতায় পয়সা পাওয়া যায় না ?

রাধা। ( বিজ্ঞভাবে ) প্রেমাংশু, তুমি লেখাপড়া করেচ বটে, কিন্তু শেখ' নাই কিচ্ছুই। কল্‌কাতায় থাক, আর কল্‌কাতার লোক চেন না ?

প্রে। ( বিস্মিতভাবে ) কেন বল' ত—

রাধা। বাঙ্গালী-পাড়ায় বাঙ্গালীর কোন্ ব্যবসাটা চলে ? একটা সামান্য চায়ের দোকানও চলে না। একটা মনোহারী দোকানে ক' আনা রোজ বিক্রি হয়, জান ? কাপড়-জামার যে বাতুলালয়, মাতুলালয়, শ্বশুরালয়, গঞ্জিকালয়, মন্দালয়, বোগাসালয় নামে এত 'আলয়' আছে—দিন ক'টাকার মাল তারা বেচে, জান' ?

প্রে। সেকি ? ও-পাড়ায় তবে কি চলে ?

রাধা। ও-পাড়ায় চলে নিঃশঙ্ক মন্থরগতিতে মোষের আর গরুর গাড়ী, চার-আনার বায়োস্কোপ, পাড়াগাঁ থেকে আসা, লোকদের জন্যে "হিন্দু ভোজনালয়", ধেনো মদ—যা' খেয়ে ও-পাড়ার লোকেরা মাৎলাম করে, উড়েদের তৈরী পথে-বসে ভাজা পেঁয়াজের ফুলুরি, আর ঐ বাজারগুলোয় পচা মাছ, শুক্‌নো পুঁই-শাক, আর ঠেঙিয়ে-তাজা-করা আলু পটল বেগুন আর ঝিঙে উচ্ছে

করলা! ও-পাড়ায় কি কখনও নাচগানের আসর জমে? যে বিশ্রী নোংরা পল্লী! ফুটপাথ-জোড়া দোকান-পসারী, ভিকিরি আর হিন্দুস্থানী চাকর দরোয়ান্ আর যত কুলির আড্ডা। রামাশ্যামারাই ও-পাড়ায় যেতে চায় না—তা আমি!

প্রে। চৌরঙ্গী-থিয়েটারে ষ্টেজ-ভাড়া তো অনেক বেশী লাগবে—

রাধা। তা হলেও, লাভ। কারণ, এ-পাড়ায় টালা-কাশীপুর হতে বাঙ্গালীরা আসবে, সাহেব-পাড়ার বাঙ্গালী সাহেব-মেমেরা আসবে, আর আসবে পাঞ্জাবী ভাটিয়া মাদ্রাজী সিন্ধি মাড়োয়ারী মায় সত্যিকারের সাহেব-মেম পর্য্যন্ত। বুঝুক আর না-বুঝুক, এ-পাড়ায় কিছু-একটা হলে, একটা মস্ত দল আছে, তারা আসবেই। এ তাদের ফ্যাশান্। কাজেই বিক্রিও বেশী হয়। এই কম্পিটিশনের বাজারে, আমার দুটো পয়সা পাওয়া নিয়ে কথা।

প্রে। আমি আবার বলছি রাধারমণ, তুমি সত্যিই যুগমানব!

রাধা। তা'হলে আজ আসি, ভাই, সন্ধ্যে হয়ে এল। নমস্কার।

[প্রস্থানোদ্যত]

—পটক্ষেপণ—

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### স্থান — চৌরঙ্গী থিয়েটারের বহির্বৈঠক

### কাল — অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা

[ মধ্য-কলিকাতায় সাহেবপাড়া। থিয়েটারের বহির্বৈঠকে পাঁচখানা বড় বড় বোর্ডে নাটমণ্ডপের শিল্পীবৃন্দের বড় বড় রঙ্গীন ছবি। আবালবৃদ্ধ পুরুষনারীগণ ঝুঁকিয়া সেই চিত্রগুলি দেখিতে ব্যস্ত। বাহিরে মোটরের ভীড়, অনবরত লোক নামিতেছে। লবিতে সুসজ্জিত নরনারীর ভীড়। অনেকে সীট না পাইয়া, ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে ও ইহাকে-উহাকে কোনও রকমে কয়েকখানি টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া দিতে, সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছে। কারণ, কেহ কাশীপুর, কেহ ঢাকুরিয়া এবং কেহ টালিগঞ্জ হইতে, সপরিবারে ট্যাক্সি করিয়া আসিয়াছে।

রাধারমণ গর্ব্বোন্নত মস্তকে প্রফুল্ল মুখে অকারণ ব্যস্তভাবে, ভিতর-বাহির করিয়া ফিরিতেছে।

থিয়েটারের প্রবেশপথে ও টিকিটঘরের বন্ধ দুয়ারের মাথায় "**হাউস ফুল— বুকিং ষ্টপ্‌ড্‌**" বোর্ড ঝুলিতেছে। থিয়েটারের ম্যানেজার ব্যস্ত রাধারমণকে ধরিয়া, একান্তে লইয়া গিয়া, আস্তে আস্তে কহিল ]

ম্যানে। বহু লোক ফিরে যাচ্ছে, মিঃ পাল, সাড়ে ন'টার শো-টাও আপনি নিন্—

রাধা। ( গর্ব্বিত ভাবে ) লোক যে ফিরে যাবে, এ আমি আগেই জান্‌তাম। আর এখন কি হবে? যারা চলে যাবার, তারা

যখন চলেই গেছে—তখন আর কি করা যাবে? হেঁঃ—এই কম্পিটিশনের বাজারে, এই লোকশান্।

ম্যানে। কাল ছ'টার জন্যেও তো টিকিট বিক্রি হতে পারে—

রাধা। যদি আশানুরূপ বিক্রি না হয়, তাহলে এই কম্পিটিশনের বাজারে লোকশানটা কে দেবে, মশাই? আপনারা তো কাণ মলে' পুরো ভাড়াটাই নেবেন—

ম্যানে। কিন্তু আপনার কোম্পানীর সুনাম আব প্রচারটাও তো দেখবেন—

রাধা। বুঝলাম্। কিন্তু দেখচেন তো, এতে আমার কোম্পানীর স্বার্থ কি? কিছুই নেই! যা' পাব', সবই তো যাবে—চ্যারিটিতে। অবিশ্যি কলেজপ্রতিষ্ঠার জন্যে মহৎ কাজেই যাবে, কিন্তু ঘরের পয়সা খরচ করে তো কেউ চ্যারিটি শো দেয় না, মশায়। এই কম্পিটিশনের বাজারে—

ম্যানে। তা' হলে কি করা যায়, মিঃ পাল? দেখুন্ না একটু ভেবে—

রাধা। (চিন্তা করিয়া) বেশ তো, এত বড় মহৎ কাজ যখন, তখন আপনারাও একটু না হয় সাহায্য করলেন?

ম্যানে। কি বলুন?

রাধা। আমি বলি—কাল যদি ভাল বিক্রি না হয়, তা হলে আপনারা অর্দ্ধেক ভাড়া পাবেন, আর যদি আজকের মতন, ফুল্ হাউস না হোক, হাজার টাকাও বিক্রি হয়, তাহলে আমি আপনাদের পুরো ভাড়াই দেব'। এ সর্ত্তে রাজী আছেন?

[ ম্যানেজার চিন্তা করিতে লাগিল ]

এতে কারুরই লোকশান্ নাই। বেশ করে ভেবে দেখুন, ম্যানেজার সাহেব, বাজারটা কম্পিটিশনের কি রকম, সেটা ভুলবেন্ না—

ম্যানে। আচ্ছা, তাই হবে।

রাধা। তা'হলে কাল ছটার শোর টিকিট খুলে দিন্। (কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) দেখুন্, শুনুন্—আজকের চেকটা তো এখনও পেলাম না?

ম্যানে। সে কী? চেক তৈরীই আছে, নিয়ে যান্—আসুন্—

[ উভয়ের টিকিটঘরের ভিতরে গমন ]

(চেক্‌খানি দিতে দিতে) এই নিন্—দেখুন্—একহাজার নশো' ছিয়াত্ত টাকা এগারআনা ছ'পাই—ঠিক তো?

রাধা। ঠিক—

—পটক্ষেপণ—

## তৃতীয় দৃশ্য

### চৌরঙ্গী থিয়েটার

### রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগার

যবনিকা উঠিয়াছে। রঙ্গমঞ্চে মোটা ভেলভেটের পর্দ্দা ফেলা। প্রেক্ষাগারে তিল ধারণের স্থান নাই—রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারের আলো নিভিল।

**ঘোষক ঘোষণা করিল :**

প্রথমে শ্রীযুক্ত পুঁটিরাম ঢ্যাং মহাশয়ের পরিচালনায় নাটমণ্ডপের অর্কেষ্ট্রা। গোষ্ঠ ঢোল বাঁশী বাজাবেন, খ্যাঁদা ভড় আর বেচু কোঁয়ার বেহালা বাজাবেন, নণ্টুবিহারী কাঁড়ার আর চৈতন দত্ত সেতার বাজাবেন, ক্যাবলা পোদ আর গণেশ হাজরা স্বরোদ বাজাবেন আর সঙ্গত করবেন হারু পারাল।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

*

পর্দ্দা উঠিল

( ১ ) অর্কেষ্ট্রা বাজিল

পর্দ্দা পড়িল

* * *

## তৃতীয় দৃশ্য

### প্রথম অন্তর্দৃশ্য

প্রেক্ষাগারের একাংশ

১ম দর্শক। একি হে? আরে ছ্যাঃ—

২য় ঐ। কেন খারাপটা কি? দেখচ্ না, এদের মিউজিক ডাইরেক্টর পুঁটিরাম ঢ্যাং-এর কতগুলো মেডেল? হবে না? বাবা, গোয়ালিয়রের কাফি-খাঁর সাক্রেদ—একি যা-তা নাকি?

১ম ঐ। যা-ই বল', ভাই, আমার তো একটুও ভাল লাগ্ল না।

৩য় ঐ। এই তো আরম্ভ, এরি মধ্যে তোর ভাল লাগচে না? তা' হলে তুই বাড়ী চলে যা'—আমাদিকে বিরক্ত করিস্ না।

৪র্থ ঐ। আচ্ছা এটা আলিবাবার একটা গান বাজাল না?

* * *

ঘোষক ঘোষণা করিল:

কুমারী কাননবালা তানশ্রী এইবার একটি আধুনিক গান করবেন।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

পর্দ্দা উঠিল

( ২ ) ৮।৯ বৎসর বয়স্কা কাননবালার গান।

## গান

তোমায় আমায় দেখা হলো
সেই যে সেদিন রেতে।
বস্তির সেই মস্তির পর
গলির মধ্যে যেতে॥

ধেনো মদের ধেনেল্ স্নেহে
পারিজাতের খোশ্‌বু দেহে
পড়তেছিলে ঢলে' ঢলে'
ফুলরি খেতে খেতে—
ভুলে গেছ? সে কি প্রিয়?
এই তো সেদিন রেতে॥

শুন্‌ব নাক' ও-সব কথা,
কি লাভ আমায় ছলে?
পরশু, বঁধু, মাইনে পেয়েই
আসবে সোজা চলে।
পিদিম জেলে ঝাঁপ ভেজিয়ে
তোমার আসার পথ চেহিয়ে

থাকবো বসে, পাখা-হাতে,
আসবে তুমি তেতে—
টাকা ক'টি বাক্সে রেখে
পান্তা দিব খেতে ॥

[ দর্শকদের ঘন ঘন করতালি ]

পর্দ্দা পড়িল

*   *   *

ঘোষক ঘোষণা করিল :

এইবার মিস্ আয়েসা খাঁ দক্ষযজ্ঞ নৃত্য করবেন্।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

*

পর্দ্দা উঠিল

( ৩ ) চারিটি ৭।৮ বৎসরের বালিকাসহ দ্বাদশবর্ষীয়া আয়েসার দক্ষযজ্ঞনৃত্য। মেয়েগুলির অল্প বয়স। তাহাদের বেতালা অপটু পদক্ষেপে দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য।

পর্দ্দা পড়িল

*   *   *

## দ্বিতীয় অন্তর্দৃশ্য

প্রেক্ষাগারের অন্য একাংশ

১ম দর্শক। [ হস্তস্থিত প্রোগ্র্যামের মুদ্রিত ছবিগুলির সহিত শিল্পীবৃন্দের কোনও সাদৃশ্য না দেখিয়া, বিস্মিত ভাবে ] একি মশাই ?

প্রোগ্রামে ছাপা চেহারার সঙ্গে তো কৈ, কোনও আর্টিষ্টেরই মিল দেখছি না ?

২য় দর্শক। আমিও অনেকক্ষণ থেকে, ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম মশায়—কিন্তু মুখ ফুটে কিছু ব'লতে সাহস হচ্ছিল না।

৩য় মাড়োয়ারী দর্শক। যে সোব মেইয়া লোক্‌কো ফোটো ছাপিয়েছে, উ-ও সোব লোক্ তো নামিয়েছে না—এ কী রোকোম বাবুজী ?—

৪র্থ সিন্ধি দর্শক। দেখ্‌ যাইয়ে শেঠ্‌জী, সায়েদ ইয়ে লোগ্‌ আউর ভি আগে আয়েঙ্গী—

* * *

ঘোষক ঘোষণা করিল ঃ

এইবার কুমারী রেবা ঘোষ উশ্রী, ঝর্ণানৃত্য করবেন।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

*

পর্দ্দা উঠিল

( ৪ ) ১১।১২ বৎসর-বয়স্কা রেবা ঝর্ণানৃত্য করিল।
ইহার নাচ তবু মন্দের ভাল।

চেহারার মিল না পাইয়া দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য বাড়িলেও,
কেহ তেমন বিশেষ গোলমাল করিল না।

পর্দ্দা পড়িল

* * *

## তৃতীয় অন্তর্দৃশ্য

প্রেক্ষাগারের অপর এক অংশ

[ পর্দ্দা পড়িবার কিছু পূর্ব্ব হইতেই ]

বাঙালী মহিলা। আচ্ছা, এই মেয়েটিকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না?

ঐ স্বামী। কৈ আমার তো কিছু মনে হচ্ছে না—

দ্বিতীয়া মহিলা। এ মেয়েটি হুবহু আমাদের ঝিয়ের মেয়ে ক্ষেন্তির মত ঠিক—মনে হচ্ছে না বৌদি?

প্রথমা। (চিন্তামুক্ত হইয়া) ঠিক বলেছ, ঠাকুর্জ্জী। আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল, কিন্তু ধরতে পারছিলাম না। ঠিক! নিশ্চয় ও ক্ষেন্তি। ঐ দেখ'—বাঁ পা-টা একটু খুঁড়িয়ে চলচে, ডান চোখটা সামান্য একটু ট্যারা, দাঁতগুলো ক্ষয়া-ক্ষয়া—

স্বামী। (বাধা দিয়া) তোমরা কি ক্ষেপ্‌লে নাকি? সে ক্ষেন্তি এখানে আসবে কোথেকে?

* * *

ঘোষক ঘোষণা করিল:

এইবার কুমারী কল্পনা দেবী ছাগশ্রীর ছাগল্যান্থনৃত্য করবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর পায়ে একটা চোট লাগায়, তিনি নাচতে পারবেন না। তবে একখানা আধুনিক গান গেয়ে তিনি আপনাদিকে অভিবাদন করবেন।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

পর্দ্দা উঠিল

( ৫ ) একাদশ বর্ষীয়া কল্পনার গান

## গান

আমারে করহে, হে প্রিয় তোমার
চরণে জুতার পাটি।
আমার মাঝারে চরণ তোমার
রহিবে গো পরিপাটি ॥

চাম্‌ড়া এ নয় মোষের গরুর
কুমীর কিম্বা সাপ-শজারুর
পবিত্র মৃগ-চর্ম্মও না এ
আমি যে তোমার পাঁঠি ॥

ফোস্কা পড়িতে দিব না চরণে
পড়িবে না ঘাঁটা, বাঁচাব' যতনে,
হে প্রিয় পরম এ অতি নরম,
কটকী চটির পাটি ॥

পর' পর' পায়, বাঁচাও আমায়,
বিরহ বিছায় দংশে !
উহু জ্বলে মরি, কি-করি কি-করি,
মরি যে প্রেমের বংশে !

ঘরে ও বাহিরে হাঁটিতে ছুটিতে
ট্রামে বাসে পথে নামিতে উঠিতে
আফিসে বাগানে সিনেমা থেটারে
যেখানে যাইবে স্বামী—
সব ঠাঁই আমি রহিব তোমার
চরণ যুগলে শাঁটি ॥

[ দর্শকগণের ঘন ঘন হাততালি ]

পর্দ্দা পড়িল

*    *    *

## চতুর্থ অন্তর্দৃশ্য

প্রেক্ষাগারের আর একটি অংশ

ইয়ুরোপীয় পোষাকে সজ্জিত জনৈক বাঙালী-সাহেব
—I am off. It's too much for my nerves!

২য় দর্শক। আরে, বস' বস', শোন'—ব্যস্ত হলে কি চলে? দেখই না শেষ পর্য্যন্ত কি হয়! পয়সা যখন দিয়েছি—

৩য় মাদ্রাজী ( বাধা দিয়া )—I was told it was a very good show, and I believed it so, seeing the photos in the lobby; but, my dear sir, I am sadly disappointed.

৪র্থ পাঞ্জাবী মুসলমান। I would not have certainly spent five

**rupees, if I had known it was a Children's Exercise Show—They are cheats, swindlers—**

*  *  *

ঘোষক ঘোষণা করিল :

এইবার খ্যাঁদা ভড লঙ্কাদাহননৃত্য করবেন।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

*

পর্দ্দা উঠিল

( ৬ ) খ্যাঁদা ভড় হনুমানবেশে লঙ্কাদাহননৃত্য করিল। শিল্পীর বিরাট লেজে বৈদ্যুতিক বাতিবিন্যাস ও তাহার আস্ফালনে দর্শকগণের মধ্যে ভীষণ কৌতুক ও কোলাহল। দর্শকদের হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গপূর্ণ ঘন ঘন সোৎসাহ করতালি।

পর্দ্দা পড়িল

*  *  *

ঘোষক ঘোষণা করিল :

এইবার কুমারী শীলা নাগের তাণ্ডবনৃত্য।

শিব—কুমারী শীলা নাগ,

পার্ব্বতী—কুমারী মণিমালা ঘোষাল।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

পর্দ্দা উঠিল

( ৭ ) কুমারী শীলা ও মণিমালা, উভয়েই প্রায় দশমবর্ষীয়া।
নৃত্যশেষে একদিকে শিব ও অন্যদিকে পার্ব্বতী, দিগবাজী
খাইয়া মঞ্চসীমান্তে গিয়া উভয়েই এমন ভাবে
যুগলমূর্ত্তিতে দাঁড়াইল যে, দর্শকগণের কৌতুক
হাস্যে ও "দূর দূর" শব্দে প্রেক্ষাগারটি
কিয়ৎক্ষণের জন্য মেছোহাটা
হইয়া উঠিল।

পর্দ্দা পড়িল

* * *

ঘোষক ঘোষণা করিল :
বিরাম দশ মিনিট
[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

—পটক্ষেপণ—

## চতুর্থ দৃশ্য

### রঙ্গমঞ্চের ভিতর একটা কোণ

[ রাধারমণ ষ্টেজের ভিতরে গোপনে এক কোণে একা একটা টুলে বসিয়া, সম্মুখে অন্য আর একটা টুলের উপর কতকগুলি কাগজ, ফর্দ্দ, বিল, কতকগুলি নোট, কিছু টাকা প্রভৃতি রাখিয়া, গম্ভীরভাবে হিসাব করিতে ব্যস্ত।

সম্মুখে এক ছোকরা দাঁড়াইয়া।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মোক্ষদাকে তাহার দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, রাধারমণ তাড়াতাড়ি কাগজপত্র টাকাকড়িগুলি পকেটে পুরিতে লাগিল। ]

রাধা। ( সম্মুখে দণ্ডায়মান ছোকরাকে ) আচ্ছা, তুমি তা হলে এখন যাও—

ছোকরা। তা' হলে, কত হল সার? দেড় হাজার প্রোগ্র্যাম আমি বেচেছি—

রাধা। ( ব্যস্তভাবে ) আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যাও না—কাল সকালে আফিসে যেও, হিসেব কর্‌ব—

ছোকরা। যে আজ্ঞে, আমার তা হ'লে দেওয়া হল মোট তিনশো বার টাকা ছ'আনা, সার্—

রাধা। হাঁ, হাঁ, এখন যাও। কতবার বল্‌ব—

[ ছোকরার প্রস্থান এবং লক্ষ্মী সরস্বতী ও মোক্ষদার উত্তেজিতভাবে প্রবেশ ]

লক্ষ্মী। কি গো রাধুবাবু, খুব যে ভাল মানুষের মত এখানে লুকিয়ে বসে' আছ। বলি, তোমার মতলবখানা কি?

রাধা। ( সহাস্যে বিনীতভাবে ) কি লক্ষ্মীমাসী ? আমায় কিছু বল্‌চ ?

সরস্বতী। ( হাত ও মুখের এক বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া ) না—তোমায় কেন বলব ? ঢং দেখে বাঁচি না ! আচ্ছা জোচ্চোর তো তুমি, মশাই ?

মোক্ষদা। না বাপু, টাকাটা আজ না দিলেই চলবে না ! এই তো পকেট-ভরা টাকা রয়েছে। ভদ্দর নোকের ছেলে, কেন মিছে অপমান হবে ?

সর। আজ টাকা না পেলে, আমি এক্ষুনি লোকজন ডেকে, একটা কলুক্ষেত্তর করব, সে-ও-বি আচ্ছা।

রাধা। ( সহাস্যে ) সরস্বতীদিদি, তুমি এমন করে' বল', মনে হয়—ঠিক যেন সত্যিসত্যিই বল্‌চ—কম্পিটিশনে দিদি আমার—

সর। ও-সব মন-রাখা কথা রেখে দাও গে শিকেয় তুলে—ও আমি ঢের জানি। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করে-করে, গোটা তিনটে মাস ভাঁড়াচ্ছে ? কেমন ভদ্দর নোকের ছেলে বাপু তুমি ?

রাধা। আ হা হা, সরস্বতী দিদি, গোল হচ্ছে, একটু আস্তে, একটু আস্তে, এটা এষ্টেজ। আমি এতক্ষণ তোমাদের হিসেবই করছিলাম। এই কম্পিটিশনের বাজারে, আমি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছি, দিদি ? হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—দিদি—ভাইয়ের উপর এলেন আগুন হয়ে, কিন্তু ভাই যে আগে থাকতেই জলের ব্যবস্থা করে বসে আছে—সেটা তো জান না ? বস,' বস' সরস্বতীদিদি বস',—লক্ষ্মীমাসী বস', ছোট-মা, বস'—

মোক্ষদা। তা বেশ, ভাল করে' হিসেব-টিশেব করে', আমাদের পাওনাটা ফেলেই দাও না, বাপু—ঝঞ্ঝাট্‌ মিটে যায়—

রাধা। ছোট-মা, তুমিও কি ক্ষেপলে? এই কম্পিটিশনের বাজারে চট্‌লে কি চলে? আমি তো টাকা দেব না বলি নি, বা চাটিবাটি তুলে পালিয়েও যাই নি, য়ঁ্যা? কাল সকালে আফিসে এস: মেয়েদের যা মাইনে, কড়ায় গণ্ডায় তা মিটিয়ে তো দেবই, উপরন্তু প্রত্যেক মেয়েকেই কিছু-কিছু পুরস্কার পর্য্যন্ত দেব। কাকে কত দেব, তাই এখানে এই নিরিবিলিতে বসে'—হিসেব করছিলাম। কাল সকালে তো সময় হবে না, তোমরা গিয়ে দাঁড়াতেও সময় পাবে না—তাই তোমাদের আফিসে গিয়ে, যাতে একটা মিনিটও দাঁড়াতে না হয়, তারি ব্যবস্থাই তো করছি—যে কম্পিটিশন—

সর। ঠিক ত?

রাধা। (সবিনয় হাস্যে) একেবারে ঠিক। তোমার ন্যায্য পাওনা তুমি পাবে, সরস্বতীদিদি, এতে আর বেঠিকটা কোন খানে? তোমরা কি আমার কাছে ভিক্ষে করচ, না হাত-তোলা নিচ্ছ? আমি জানি না? আমি দেখছি না, এই তিনমাস কাল একটা কানা-কড়ি পর্য্যন্ত কেউ পায় নাই? অথচ গায়ের রক্ত জল করচে এরা কোম্পানীর জন্যে! এই কম্পিটিশনের বাজারে আমার কি কোন' আক্কেল নেই, তোমরা মনে কর'?

লক্ষ্মী। না বাবা, তাতো আমরা বলি নি, তাতো বলি নি—তুমি ভদ্দর নোক—

রাধা। আর এ কিছু একদিনের জন্যে নয়। এরা সব কোম্পানীর বাঁধা আর্টিষ্ট! এই কম্পিটিশনের বাজার—

মোক্ষদা। ক্ষেন্তি তো যেমন নাচ্‌চে গাইচে, তাতে ওকে কোনও

থিয়াটারে দিলে, এক্ষুনি তারা ১৫৲ টাকা মাইনে দিয়েও লুপে নেবে—

রাধা। থিয়াটারে কেন দেবে, ছোট-মা এই কম্পিটিশনের দিনে? এখানে থাক্‌লে তোমাদের মেয়েদের আখের ভাল হবে, এটা বুঝ্‌চ না তোমরা? এর পর এ-সব মেয়ে কি আর ঝিয়ের-মেয়ে, ভিকিরির-মেয়ে থাকবে? এই কম্পিটিশনের বাজারে, এদের এক একটা হিল্লেও লেগে যেতে পারে—

সব। কি হবে?

রাধা। ভদ্দর-লোক, সরস্বতীদিদি, ভদ্দর-লোক, গেরস্তর-মেয়ে হয়ে যাবে এরা। এই কম্পিটিশনের যুগে এটা কি কম কথা?

লক্ষ্মী। ওমা, ভদ্দর-নোক হবে কি গো? তা'ও কি কখনও হয় না কি?

রাধা। তুমি জান না, লক্ষ্মী-মাসী, মেয়েদের বাজারই এখন খুব তেজী! ভয়ানক কম্পিটিশন্—

মোক্ষদা। আমাদের মেয়ে ভদ্দর-নোক হবে কি গো? কি বল্‌চ, রাধুবাবু?

রাধা। কত হয়ে গেল, লক্ষ্মী-মাসী, আর রোজ যে কত হচ্ছে, তার কিছু কি খোঁজ রাখ'? তুমি সে সব কিচ্ছু ভেব না, আমি সব ঠিক করে দেব—যে কম্পিটিশন! মেয়েদের মার্কেট এখন খুব চড়া!

সরস্বতী। ভদ্দর-নোক হতে চাইচে কে হে বাপু? ভদ্দর-নোক সেজে তো শুধু উপোষ করা? তার চেয়ে এ আমরা ঢের ভাল আছি, কি বলিস, নক্ষি দিদি?

লক্ষ্মী। নিচ্চয়। গেরস্ত ভদ্দর-নোকের মেয়ের চাইতে, ঝিয়ের

মেয়ে ঢের ভাল। ঝিয়ের মেয়ের পেটের ভাবনা নেই—যেমন করেই হোক, খেতে দু'বেলা দু'মুঠো পাবেই। কি বল' মোক্ষদা-মাসী ?

মোক্ষদা। আমি ও-সব কিছুই বুঝি না, ভাই !

সরস্বতী। বাবুদের বাড়ীতে দেখচি তো, ধেড়ে-ধেড়ে আইবুড়ো মেয়েগুনোকে। ঘরে বাপের ভাত জোটে না, ভাত জোটে ত' ভাতের উপর শাক জোটে না, পকেটে একটা তেলা-আধ্‌লা নেই, অথচ বিবিসায়েবদের সাজগোজ-বাহারের কি ঘটা ? মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন—ভদ্দর-নোকের মুয়ে আগুন—

মোক্ষদা। সত্যি দিদি, বাবুদের ঐ সব ধিঙ্গি মেয়েগুনোর ঠশক্ দেখে, আমি তো নজ্জায় মরে যাই ! কি বেহায়া বাবা—ছি—ছি—

রাধা। তা'হলে মা লক্ষ্মীরা, এই কম্পিটিশনের সময়ে তোমাদের হিসেবগুলো করতে আমায় একটু সময় দাও—হিসেবপত্তর তো গোলমালে হয় না। তা'হলে কাল ১০টার মধ্যে ঠিক যেন সবাই এসো, দোহাই তোমাদের, দেরী করো না। কেন না, তোমাদিকে তোমাদের পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে, তবে আমি একবার বেরুবো। এই কম্পিটিশনের বাজারে, ঘরে বসে থাকলে ত' চলবে না—

সব। আচ্ছা, তাই যাব। দেখি, কালকের দিনটা ! আয়লো—ছুঁড়ী-গুলো নাচ্‌চে দেখিগে—

[ স্ত্রীলোক তিনজনের প্রস্থান ]

[ রাধারমণ কাগজপত্র বাহির করিয়া আবার যেমন হিসাবপত্র করিতে আরম্ভ করিল, অমনি অন্য দিক হইতে পুঁটিরামের প্রবেশ।

রাধারমণ কাগজপত্র টাকাকড়িগুলি আবার তাড়াতাড়ি পকেটে পুরিল ]

রাধা। ( সহাস্যে ) আরে পুঁটিরাম যে? খবর কি ভাই? ওঃ কী সুন্দর মিউজিক তোমার হচ্ছে, কি বল্‌ব! লোকে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে, খুব ভাল হচ্ছে—

পুঁটি। ( কাঁদ-কাঁদ ভাবে ) ভাল হচ্ছে, না আমার মাথা হচ্ছে, মুণ্ডু হচ্ছে! লোকের ঠাট্টায় এষ্টেজেই বেরুতে পারচি না—

রাধা। ( প্রবোধ দিয়া ) আরে ও-সব কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নাকি? এই কম্পিটিশনের বাজারে এ-তো হামেশাই হয়ে থাকে। কতকগুলো ফাজিল বখাটে ছোঁড়া সামনে বসে, সবাইকেই অমনি উস্‌তুং-ফুস্‌তুং কর্‌চে—বয়ে' গেল আমাদের—

পুঁটি। ( জোড় হাত করিয়া ) আর না, বাবু। আমি বেশ ছিলাম, কেন আমায় ধরে এনে এই বিপদে ফেললেন? আমায় ছেড়ে দিন্—এ-কি আমার কাজ?

[ পুঁটিরাম কাঁদিয়া ফেলিল ]

রাধা। ( সস্নেহে পুঁটিরামের চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে ) চুপ কর' ভাই, চুপ কর। ছিঃ, কাঁদে কি? আমার মনে হয়, এই কম্পি-টিশনের দিনে আমাদের প্লে পণ্ড করে দেবার জন্যে, আমাদের কম্পিটিটাররা কতকগুলো গুণ্ডাকে টিকিট কিনে দিয়ে, সামনে বসিয়েচে। এই কম্পিটিশনের বাজারে তারা আমাদের কাছে হেরে যাচ্ছে দেখে, এই কাণ্ডটা করেচে! কুচপরোয়া নেই,

অন্য কারও জলশা হলে, এইবার থেকে আমরাও এমনি করব।
তুমি ঘাবড়ে যেও না ভাই—আরও মন দিয়ে কাজ কর—

পুঁটি। ( চক্ষু মুছিতে মুছিতে ) যাই বলুন, বাবু, এ আমার দ্বারা হবে না। বালতির দোকানে টুং টাং করে, যা হোক্ মাসে ৭।৮ টাকা তবু রোজগার করছিলাম! এখন যে আমাব লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হয়ে উঠল, বাবু—

রাধা। কিছু না, কিছু না—ও-সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। এই কম্পিটিশনের বাজাবে "হাউস্ ফুল"—বুঝচ না? যাও প্রেমসে বাজাও গে। যাও, লক্ষ্মিটি, সোনার চাঁদটি, যাও—

[ পুঁটিরাম ধীরে ধীবে চলিয়া গেল।

বাধাবমণ আবার যেমন কাগজগুলি পকেট হইতে বাহির কবিল, অমনি ইন্দ্রসাজে সজ্জিত নৃত্য শিল্পী বিজয় বারুবিব ক্রুদ্ধভাবে প্রবেশ ]

( বিজয় শ ষ স তিনটিই "স" রূপে উচ্চারণ করে )

বিজয়! বাধুবাবু, আমার তিন মাসের তিন দসে তিরিস টাকা, আর আমাদের সাল্‌খের ঐ ছ'টা মেয়ের, তিন মাসের পাঁচ টাকা করে, মাসে পাঁচ-ছয় তিরিস, তিন মাসে তিন-তিরিসং নব্বুই—এই তিরিস আর নব্বুই, একসো কুড়ি টাকা এক্ষুণি যদি দিয়ে দেন, তো দেন—নৈলে সম্মারাম আর এষ্টেজ-মুখো হচ্ছে না! ব্যস্, এই খুললাম পোসাক—

( পোষাক খুলিতে উদ্যত )

রাধা। ( তাড়াতাড়ি বিজয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া সবিনয়ে ) বিজয়, তুই কি ক্ষেপলি, ভাই? যঁ্যা? তোর মত উদয়শঙ্করের মুখে

এ-কথা কি শোভা পায়, ভাইটি? তুই আমার প্রাণের ভাই, আমি কি টাকা দোব না বলচি, বিজয়? কাল সকালে বেলা ১০টার মধ্যে আফিসে আসিস, যদি একটা পাই-পয়সা তোর বাকী রাখি, তা'হলে তোর কাছে আমি গুনে' ৫০ ঘা জুতো খাব। আর কিছু?

[ বিজয় শান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল ]

এই কম্পিটিশনের বাজারে, হাতের লক্ষ্মী কি পায় ঠেলে ভাই?

বিজয়। ( কিঞ্চিৎ নরম হইয়া ) দেখুন রাধুবাবু, আপনার ভাঁওতায় পড়ে, গ্র্যাণ্ড হোটেলের অমন সরেস্ চাকরিটা পর্য্যন্ত আমার গেল।

রাধা। গ্র্যাণ্ড হোটেলে আবার তুই চাকরি করলি কবে?

বিজয়। বা রে? গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে—চাক্‌রী—করছিলাম না? আপনার সঙ্গে আমার আলাপ কোথায় হল? সেই—গ্যাঁড়াতলায়? গ্যাঁড়াতলা গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে? ভুলে গেলেন এরি মধ্যে? সেখানে আমার মাইনে ছিল খাওয়া-পরা মাসে নগদ আট টাকা—জানেন না?

রাধা। ও-হাঁ, মনে পড়েচে, মনে পড়েচে—যে কম্পিটিশন—

বিজয়। আজ তিন মাস হ'ল, আপনার কাছে একটি পয়সা পেলাম না, সংসার কি করে চলে, মসায়? বাড়ীতে সেজন্যে লাঞ্ছনা বড় কম সইতে হচ্ছে না। তার উপর পাড়ার ঐ মেয়েগুলোর মায়েরা ঐ মেয়েগুল'কে নিয়ে, এর-তার দুয়োর ঘুরে ভিক্ষে-সিক্ষে করে, যা হোক', দু পয়সা তবু রোজগার করছিল তো? তা-ও তাদের একদম বন্ধ হয়েছে—ওদেরই বা চলে কি করে?

রাধা। বন্ধ কি করে'—হল? তারা ভিক্ষে করে কত পেত? আর এখানে যে একেবারে মাসিক পাঁচ টাকা—নগদ—এই কম্পিটিশনের বাজারে একি সহজ ব্যাপার?

বিজয়। (বিরক্ত হইয়া) রেখে দিন মসাই আপনার বাত্তারা! মাসিক পাঁচ টাকা তারা পাচ্ছে কোথা? পেলে তো কোন কথাই ছিল না—

রাধা। মনে কর, তারা পেয়েছে। টাকা তাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা আছে। যখনি চাইবে, তখনি পাবে। এই তো কাল সকালেই একেবারে জনে-জনে পনের টাকা! বিজয় ভাইটি, এই কম্পিটিশনের বাজার—মাসে পাঁচ ভাল, না একেবারে থোক্ পনের ভাল?

বিজয়। টাকা পাওয়ার কি ভাল মন্দ আছে মসাই? ঐ গুপলির মা, কেবলির মাসী, হাবির পিসি, ওরা তো এখন আমায় দেখ্‌চে, আর যা মুখে আস্‌চে তাই বলচে। আরও তিনটে মেয়ের মা-রা তো আজ সকালে এসে আমায় সাসিয়ে গিয়েচে, তাদের মেয়ে ফুস্‌লে নিয়ে গেছি বলে, পুলিসে খবর দেবে! ঘরে বাইরে এই জ্বালাতন আর, কদ্দিন সহ্য হয়, মসায়?

রাধা। পুলিশে খবর কে দেবে বলেচে?

বিজয়। ঐ যে বড় মেয়ে তিনটে. কি নাম ওদের? ওদের মা—পেসন্ন সর্দ্দারনী, ডুলেদের কাদু আর সসি বোষ্টমী।

রাধা। বলুক্ গে, তাদের মুখ আছে বলচে, তোর কাণ আছে শুনে যা।

ঐ সব বাজে কথা নিয়ে কি এই কম্পিটিশনের বাজারে মাথা খারাপ করবার সময় আছে কারুর ?

বিজয়। কি বল্‌চেন্‌ মসাই ? কারুর কথা স্নুন্‌ব কি ? কথা স্নুন্‌বে জামাকাপড়-পরা, ন্যাকাপড়া-সেখা ভদ্দর-নোক। আমরা ছোট নোক, আমরা কারুর কথার তোয়াক্কা রাখি না, মসায়, আমাদের মুখ চলে না, হাত ছোটে সবার আগে।

রাধা। ( সহাস্যে ) খুব ঘাবড়ে গেছিস্‌ না বিজয় ? ( চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া ) ছেলে মানুষ কিনা ? ভাইটি, সংসার করতে গেলে অনেক কিছুই সইতে হয়। এই কম্পিটিশনের বাজারে বেঁচে থাকাটাই যে মস্ত সমস্যা, ধনমণি ! এইবার তোর সীন না ? দেখ্‌—দেখ্‌—

বিজয়। না, না, দেখতে হবে না, এ আমার নয়, এবার গুপ্‌লীর ছীন্‌—

রাধা। কি স্নুন্দর তোকে মানিয়েছে বিজয় ?

[ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া, বসিয়া, এদিকওদিক করিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া ]

ঠিক যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং ইন্দ্রদেব নেমে এসেছেন ! চমৎকার— দে, একটা চুমু দে ( বিজয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন ) যা ভাই, যা, তৈরি থাক্‌গে। যে কম্পিটিশনের বাজার, দেখচিস্‌ তো ?

[ বিজয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান ]

পটপরিবর্ত্তন

* * *

## পুনরায় রঙ্গমঞ্চ

ঘোষক ঘোষণা করিল :

এইবার নণ্টুবিহারী কাঁড়ার মহাশয়ের, চন্দ্রনৃত্য করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায়, যশোদা গুল্ আপনাদিকে, চন্দ্রনৃত্য দেখাবেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, শিল্পী মাত্র এক ঘণ্টা রিহার্স্যালেই আপনাদিকে অভিবাদন করচেন।

[ ঘোষকের অন্তর্ধান ]

পর্দ্দা উঠিল

[ ভীষণ কালো, বিপুল স্থূলকায়, বিরাট গুম্ফ, যশোদা গুলের চন্দ্রনৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

যশোদার নৃত্যলীলায় দর্শকগণের কৌতুক, করতালি ও উচ্চহাস্য। নৃত্যকালে যশোদার মুকুট, হাতের বলয়, কোমরবন্ধ প্রভৃতি খুলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, দর্শকদের মধ্যে বিপুল হাস্য কলরোল্—যশোদার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ]

অনৈক দর্শক। নাচ বন্ধ করুন, মশায়, নাচ বন্ধ করুন্,— পোষাক পরে' আসুন—

অন্য দর্শক। এ হস্তী-নৃত্য—চলুক—চলুক—

অন্য দর্শক। ভালুক নাচে—ডুগডুগি বাজাও—ডুগ্‌ডুগি বাজাও—

[ হঠাৎ নাচ বন্ধ করিয়া যশোদা, দর্শকদের সম্মুখে আসিয়া ]

যশোদা। নাচ আপনারা বোঝেন্ না। এ রকম ইতরেমি না করে' আপনারা বেরিয়ে যেতে পারেন—এ নাচ আপনাদের মত ঈডিয়ট্‌দের জন্যে নয়—( প্রস্থান )

উত্তেজিত হইয়া দর্শকগণের "মার্-মার্" শব্দ। সকলেই জুতা ছড়ি ঢিল প্রভৃতি ছুঁড়িতে লাগিল। মহা হট্টগোল আরম্ভ হইল। যবনিকা ফেলিয়া দেওয়া হইল।

পটপরিবর্ত্তন

*　　*　　*

## পুনরায় ষ্টেজের সেই পূর্ব্বদৃষ্ট কোণ

রাধারমণ হিসাব করিতেছে

[ প্রেক্ষাগারে ভয়ানক গোলমাল, চেঁচামেচি ও দর্শকগণের স্থান ত্যাগের ও চেয়ার-ভাঙ্গার হট্টগোল শুনিয়া, রাধারমণ আতঙ্কিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল ]

রাধা। [ একটা সীনের ফাঁক দিয়া দেখিতে দেখিতে স্বগত ] এই রেঃ, দর্শকগুলো হঠাৎ ক্ষেপে উঠ্‌লো কেন? ভয়ানক গোলমাল কচ্ছে যে! ম্যানেজার একা চুপ করাতে পারচে না। এই মরেচে, আবার পুলিশ ডাকে যে! ঐ যাঃ—ড্রপ্ ফেলে দিল? শো বন্ধ করে দিল? কি হবে? লোকজন তো সব চলেই গেল। টিকিটের পয়সা ফেরৎ চাইবে না তো আবার? ওমা, ঐ যে পুলিশও এসে পড়েচে? কি মুস্কিল—

[ রাধারমণ সেখান হইতে পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া বেগতিক দেখিয়া, কাগজপত্রগুলি পকেটে পুরিতেছে, এমন সময় ভীত চকিত ত্রস্ত ও রোরুদ্যমান্, সাজা ও সাজ-খোলা আর্টিষ্টগণের একত্র প্রবেশ ও হট্টগোল। রাধারমণ তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় পুলিশ ইনস্পেক্টারের সহিত ম্যানেজারের প্রবেশ ]

ম্যানে। ( রাধারমণকে দেখাইয়া ) এই ইনিই রাধারমণ পাল, ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, নাটমণ্ডপের প্রোপ্রাইটার—

[ ইন্‌স্পেক্টারকে দেখিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, কেহ কেহ পিছু হঠিয়া পলাইল ]

ইন্‌স্‌। ম্যানেজার সাহেব, এ সব লোকজনদিকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিন এক্ষুনি—

ম্যানে। যে আজ্ঞে। এস, এস, তোমরা সব তৈরি হও—

[ আর্টিষ্টগণের ব্যস্তভাবে প্রস্থান। ম্যানেজার অনুগমন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া রাধারমণকে ]

দশটা টাকা দিন্ রাধারমণ বাবু।

রাধা। দশ টাকা লাগ্‌বে? ট্রামে বাসে পাঠিয়ে দিলে তো কমে হত—এই কম্পিটিশনের দিনে—

ইন্‌স্‌। ( ধমক দিয়া ) না, না, তা হয় না। ম্যানেজার যা' বল্‌চে তাই কর।

রাধা। যে আজ্ঞে সাব্। তাই দিচ্ছি—তবে এই কম্পিটিশনের বাজারে, রাহা-খরচটা কিছু বেশী হ'য়ে গেল, এই আর কি!

[ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া ম্যানেজারের হাতে দিতেই, ম্যানেজার, চলিয়া গেল। ]

[ একখানা টুল আগাইয়া দিয়া ] বসুন, সার্—

ইন্‌স্। থাক্, খাতিরে কাজ নেই। এখন যা জিজ্ঞেস করচি, তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, নৈলে দেখচ ? [ পকেটস্থিত হাতকড়ির একটা অংশ বাহির করিয়া দেখাইল ]।

রাধা। ( কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া ) সে-কি কথা, সার্—এই কম্পিটিশনের বাজারে আপনার কথার উত্তর দেব না, এটা কি একটা কথা হল ? কিন্তু তার আগে এক কাপ চা—সার্।

ইন্‌স্। না, না,—

রাধা। তবে একটা লেমনেড, শর্ব্বৎ কিম্বা অন্য কিছু সার্ ?

ইন্‌স্। "অন্য কিছু" মানে ?

রাধা। ( অতি-বিনয়ে ) আজ্ঞে, এই এক আধটা হুইস্কি-টুইস্কি সার্ ?

ইন্‌স্। ( সরসভাবে ) বটে ? রসিক তো খুব দেখচি—

রাধা। ( সিগারেটের প্যাকেটটি সম্মুখে ধরিয়া ) একটা সিগারেট তবে সার্—

ইন্‌স্। ( বিরক্তভাবে ) আচ্ছা জ্বালাতন করলে ত' ? আমার কিচ্ছু দরকার নেই। এখন বল', কতদিন থেকে এই জোচ্চুরি চালাচ্ছ ?

রাধা। ( অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ) জোচ্চুরি ? জোচ্চুরি—কি বলচেন সার্ ?

ইন্‌স্। ( প্রোগ্রামখানা দেখাইয়া ) এ-সব কি ? এই যাদের ছবি ছেপেচ, সে-সব আর্টিষ্ট কোথা ?

রাধা। ( আশ্বস্ত হইয়া, যেন এ কিছুই নয়, এইভাবে )—এই কথা, সার্? এতে জোচ্চুরিটা কোনখানে? কম্পিটিশনের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গেলে, এ-তো করতেই হয়, সার্—এ বিজনেস্।

ইন্‌স্। বিজনেস্?

রাধা। আজ্ঞে হাঁ, সার্। সুন্দরী মেয়েদের ছবি না দিলে, এ কম্পিটিশনের বাজারে দর্শক হবে কেন সার্?

ইন্‌স্। তাই তো বল্‌চি। যাদের ছবি ছেপেছ', তারা কেউ নাই, অথচ সেই নাম দিয়ে অন্যলোক খাড়া ক'রে, লোক ঠকানর নামই জোচ্চুরি—

রাধা। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই কম্পিটিশনের যুগে—এ সব তো কোন-দিনই অপরাধ বলে গণ্য হয় নি, সার্। আর এ যদি অপরাধই হয়, তা হ'লে এ অপরাধ কে না করচে? এ দোষের দোষী বাছ্‌তে গেলে, ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজোর হ'য়ে যাবে সার্।

ইন্‌স্। তার মানে?

রাধা। তার মানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সার্। এই যে গন্ধতেল সাবান স্নো ক্রীম প্রভৃতির সব বাক্সে, সুন্দরী যুবতীদের ছবি ছাপে, তার মানে কি? তার মানে, তোমরা এগুলি ব্যবহার কর' তা'লে তোমরাও এমনি সুন্দরী হবে। কিন্তু, তা কি হ'য়, সার্? বরং সে সব তেল মাখ্‌লে মাথার চুল যায় উঠে, সে সাবান মাখ্‌লে গায়ে হয় একজিমা, সে স্নো ব্যবহার কর্‌লে

মুখে পড়ে অকালে মেছেতা, আর সে ক্রীম্ লাগালে মুখে জমে চৌট্—বিজ্ঞাপনের ভাষায় তারা যা' বলে, তা কি সব ঠিক, সার?

ইন্‌স্। তা' না হতে পারে—

রাধা। আচ্ছা, থিয়েটার বায়স্কোপ বা অন্যান্য সব জলশার পোষ্টার হ্যাণ্ডবিল লবি-কার্ড প্রোগ্রাম্ প্রভৃতিতে যাদের রঙীন্ ছবি ছাপে, আসলে কি তারা তেমনি সুন্দরী? এ শুধু কম্পিটিশন সার্—

ইন্‌স্। আসল দেখিনি, কাজেই জানিনা।

রাধা। আমি সুন্দরী মেয়েদের ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা বল্‌চি, সার। যে-কোনও একখানা খবরের কাগজ খুলে দেখুন্—জুতো, জামা, শাড়ী, ব্লাউস্, পোষাক, ছাতা, ওয়াটার প্রুফ্ থেকে দই, সন্দেশ, রাব্‌ড়ি, ষ্টীল্ ট্রাঙ্ক্, লোহার কড়ি-বরগা, বিড়ি, সিগারেট, দিয়াশলাই, কাগজ, কলম, কালি, মদ, বাড়ীভাড়া, নিলাম, গহনা, ঘোড়দৌড়, কুকুর-দৌড়, রঙের দোকান্, ডাইং ক্লিনিং, ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স্, টেলিফোন্, রেডিও, গ্রামোফোন, ফটোর দোকান, পেটেণ্ট অষুধ—কোন্ বিজ্ঞাপনে সুন্দরী মেয়ে-মানুষের ছবি নেই সার? এই কম্পিটিশনের বাজারে মেয়েদের ছাড়া, কোন্ কাজটা সফল হয়, সার? যাদের আসল মেয়েমানুষ জোটে না, তারা অগত্যা মেয়েমানুষের ছবি ছেপেই কাজ সারে—

ইন্‌স্। সে সব, আর এ, কি এক কথা হল?

রাধা। একই কথা সার। সে সবও যেমন বিজ্ঞাপন, এ ও তাই। এই কম্পিটিশনের যুগে যার বিজ্ঞাপনের যত চটক্, তার চল্‌তিও তত বেশী। কাজেই, যা-ই করি না কেন, বিজ্ঞাপনটা ভাল আর

লোক-পটান' গোছ হলেই—অৰ্দ্ধেক কাজ হয়ে যায়। সামান্ত একটা পানের দোকান, কি একটা চুল-কাটা সেলুনে ঢুকে দেখুন্ গে, সার্, তারাও কতকগুলো ভাল-ভাল স্ত্রীলোকের ছবি টাঙিয়ে রেখেচে। চায়ের দোকানে বা চপ্ কাট্‌লেটের রেস্তরাঁয় যান, সেখানেও দেখ্‌বেন্ মেয়েদের ছবির ছড়াছড়ি। সাপ্তাহিক কাগজগুলো বিক্রি হয়, কেবল মেয়েদের ছবির জন্যেই। আজকাল অনেক মাংসের দোকানেও দেখ্‌বেন্, ভাল ভাল সুন্দরীর ছবি। আপনার হাতের ডাইরি খানার মলাটে পর্য্যন্ত দেখুন, সার্, একটা মেমের বুকখোলা ছবি—এই কম্পিটিশনের বাজারে মেয়েমানুষই সব, সার।

[ ইন্‌স্পেক্টার ডাইরিখানার দিকে চাহিয়া, সলজ্জভাবে সেখানা তাড়াতাড়ি পকেটে রাখিয়া ]

ইন্‌স্। তাই বলে, এরা তো একজনের ছবি দেখিয়ে, আর-এক জনকে সেই নাম দিয়ে নামায় না ?

রাধা। আপনি হাকিম, সুবিচার করবেন সার। এই কম্পিটিশনের বাজারে আমি কতকগুলি সুন্দরী মেয়ের ছবি ছেপে বিজ্ঞাপনই দিয়েছি, কোথাও বলেচি কি যে, এরাই আজ এ জলশায় নামবে ?

[ ইন্‌স্পেক্টার প্রোগ্রামের পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল ]

আপনি খুব ভাল করে দেখুন, সার্, কোথাও ও-কথা পাবেন না। জানেন তো, সার, বঙ্কিমবাবু লিখে গিয়েছেন—"সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" কাজেই, কতকগুলো সুন্দর মুখের ছবি ছেপে

প্রোগ্রামখানা সুন্দর করেছি মাত্র—আর তাই হয়েচে আমার জোরালো বিজ্ঞাপন। এ সব না কর্‌লে এই কম্পিটিশনের যুগে বাঁচব কি করে, সার্‌?

ইন্‌স্‌। তা' হলে এ সব যা' লিখেচ'—এ-ও ঝুট্‌ বাত?

রাধা। (সবিনয়ে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে)—ঝুট্‌ বাত এতে একটিও নেই, সার্‌। বিজ্ঞাপনে ও সব লিখ্‌তেই হয়। বল্‌লাম্‌ তো, বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপনই! বিজ্ঞাপনের ভাব-ভাষা, রীতি-নীতি, আদপ্‌-কায়দা, আইন-কানুন—সব স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপন, এই কম্পিটিশনের যুগে, একটা মস্তবড় শিল্প—প্রকাণ্ড আর্ট। বিজ্ঞাপন রচনার কৌশল, আর্ট বা ষ্টাণ্ট্‌—আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না, সার। তবে আমি জানি, আমার এই বিজ্ঞাপন, আর ষ্টাণ্টগুলো যারা তলিয়ে বুঝ্‌বে বা ষ্টাডি করবে, তারা অচিরে অনায়াসে যে-কোনও-একটা ফিলিম্‌-কোম্পানিতে ৪০৲ টাকা মাইনের একজন প্রচার-সচিব বা পাব্‌লিসিটি অফিসার হয়ে যেতে পার্‌বে। এই বেকারের আর কম্পিটিশনের যুগে আমি পরোপকারই কর্‌চি, সার—

ইন্‌স্‌। (বাধা দিয়া) ব্যস্‌-ব্যস্‌—

রাধা। হুজুরের হুকুম শিরোধার্য্য, কিন্তু অধীনের কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুন্‌তে আজ্ঞা হয়, সার্‌—বাজারটা কি কম্পিটিশনের সেটা একবার দেখুন—

ইন্‌স্‌। তোমার এই সব বাজে কথা শোন্‌বার মত আমার সময় সস্তা নয়—

রাধা। বেশ হুজুর, তবে আপনি একতরফা বিচারই করুন। এই কম্পিটিশনের যুগে গরীবের কথা ভগবানই যখন শোনেন না, তখন হাকিম কি শুন্‌বে?

ইন্‌স্‌। কি ঘ্যানোর-ঘ্যানোর কর্‌চ? আর কি বাকী আছে? অনেকই তো বল্‌লে—দুঃখু থাকে কেন, বল' শুনি—

রাধা। দুঃখ আমার আর কিছুই নয় সার্‌, আপনি আমায় মিথ্যেবাদী ঠাওরালেন এইটেই আমার বড় দুঃখ। জীবনে কখনও মিছে কথা বলিনি সার্‌! এই কম্পিটিশন্‌—তবু মিছে কথা বলি না—

ইন্‌স্‌। এগুলো যদি মিছে না হয়, তবে কি?

রাধা। বিজ্ঞাপন সার্‌! এই যে, টকো দই, পচা চিনির ঢেলা যা বাজারে সন্দেশ বলে' বিক্রি হয়, হোটেল রেস্তঁরায় বিশুদ্ধ খাবার, ঢেঁকিছাটা চা'ল আর খাঁটি সর্ষের কাঠের ঘানির তেল—ভেজাল প্রমাণে যার হাজার টাকা পুরস্কার পর্য্যন্ত—এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস, থিয়েটার বায়স্কোপের সর্ব্বজন-প্রশংসিত নাটক বা ছবি, দৈনিক মাসিক সাপ্তাহিকের largest circulation, ডবল দামে পূজোর আর শীতের কাপড়ের অর্দ্ধমূল্যে সেল্‌—গুদাম্‌ সাবার,—রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ সব পেটেণ্ট অষুধ, পরীক্ষিত বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি, concession sale অর্থাৎ টাকায় চার আনা বাদ মিলের ধুতি শাড়ী: পাঁচসিকের কাপড়ের দাম দু'টাকা ধার্য্য করে টাকায় চার আনা বাদ দিয়ে দেড়-টাকায় বিক্রি—এগুলি কি সার্‌? কম্পিটিশনের বাজারে এ না ক'রে কি উপায় আছে?

ইন্‌স্। (আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে) হাঁ, এ ও মিছে কথা। ধরা পড়্‌লে জেল হতে পারে।

রাধা। না, সার্, মিছে কথা এর একটীও নয়। তাই বলে, বেদের সূক্ত বা বেদান্ত-ভাষ্যও নয়।

ইন্‌স্। তবে কি?

রাধা। আপনি যা ঝুট্‌বাৎ অর্থাৎ মিছে কথা বল্‌চেন, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাকে বলে, অতিশয়োক্তি। বিজ্ঞাপনে মিছে কথা নেই সার। বিজ্ঞাপনশাস্ত্রমতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বিজ্ঞাপন-শিল্পের বাহন। এই কম্পিটিশনের যুগে বিজ্ঞাপন ব্যবসা-বাণিজ্যের সালসা।

ইন্‌স্। (প্রোগ্রামখানায় খুঁজিতে খুঁজিতে) কোথায় যেন দেখ্‌লাম্ না? এ চ্যারিটি শো কি জন্যে?—

রাধা। আজ্ঞে হাঁ সার্, এই ভারত-সঙ্গীত-মহামণ্ডল কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্যে—

ইন্‌স্। কে কে আছে এই কলেজে?

রাধা। গোয়ালিয়রের প্রোঃ ইম্‌দাদ্ আলি খাঁ—প্রিন্সিপ্যাল, আর কাফি খাঁ—ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল। অধ্যাপক আছেন—বোম্বায়ের ভিট্টল তালখণ্ডে ও বেখাপ্পা রানাডে; মাদ্রাজের কথাকলিনৃত্যে ভেঙ্কটবাপ্পারাওনারায়ণগোপালআন্নামালাই শাস্ত্রী আর টিনেভেলুবিরূপাক্ষপ্পাসভরালুগণেশ চেট্টি; লক্ষ্ণৌয়ের গোবিন্দ মিশির আর লালা কেবলরাম; দিল্লীর মুত্তাকিল খাঁ; বাংলার গোবর্দ্ধন গোস্বামী খেয়ালে, হরেকৃষ্ণ চোংদার টপ্পায়, আর জ্যোতি সেন ও সুধা রায় আধুনিকে;

নাচে এখনও পাকা হয় নাই, তবে খুব সম্ভব শ্রীমতী রক্ষাকালী কারফর্ম্মা নিযুক্ত হবেন। যে কম্পিটিশনের বাজার—

ইন্‌স্। সত্যিই কি এঁরা সব আছেন? না, এই সব বিখ্যাত লোকদের নাম নিয়ে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে?

রাধা। সত্যি কথাই তো বলচি, সার্! মিছে কথা বলা আমার কোষ্ঠীতে লেখে নাই, সে আপনি ঠিক জানবেন। এটাও বিজ্ঞাপন, সার, এই কম্পিটিশনের মার্কেটে তা নৈলে দাঁড়াই কি করে?

ইন্‌স্। বুঝ্‌লাম না—

রাধা। আজ্ঞে সার, এই সব দেশবিখ্যাত শিল্পীরা আজও জন্মান নাই—যে কম্পিটিশন?

ইন্‌স্। ( উচ্চহাস্যে ) ও—। এ কলেজ কোথায়?

রাধা। আজ্ঞে, ঘুঘুডাঙায় সার—

ইন্‌স্। ঘুঘুডাঙায়? কোথায়?

রাধা। ( অতি বিনয়ে হাত ঘষিতে ঘষিতে ) আজ্ঞে, এই অধীনেরই বৈঠকখানায়—

ইন্‌স্। ওরে বাপ্‌রে বাপ্—আগাগোড়া সবই ফাঁকি? এ চ্যারিটি শো তাহলে ষোল আনাই জোচ্চুরি?

রাধা। মাপ করবেন্, সার, এত হার্ড কম্পিটিশনেও জোচ্চুরি আমি করি নাই, করবও না কখনও। আপনার যেটা মিথ্যে বা জোচ্চুরি মনে হচ্ছে, সেটা কিন্তু আসলে, সার্, তা মোটেই নয়—

ইন্‌স্। তা নয় ত কি?

রাধা। বহুবারই তো, বল্‌লাম সার্‌, এ সব বিজ্ঞাপন-শিল্পে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

ইন্‌স্‌। ( ধমক দিয়া ) এ চ্যারিটি শো তবে কি ?

রাধা। আজ্ঞে, এটা এ যুগের একটি বস্তুতান্ত্রিক আর্ট। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যেমন বাস্তবের দোহাই দিয়ে বস্তিতত্ত্ব, আর মনস্তত্ত্বের নামে যৌনতত্ত্ব চলে—এই কম্পিটিশনের বাজারে চ্যারিটি শো নাম দিয়ে তেমনি, আর্টের মধ্যে বাস্তববাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় স্থাপন কর্‌তে চাই।

ইন্‌স্‌। তা হলে চ্যারিটি শো করে যে টাকা পেলে, সেটা—

রাধা। ( বাধা দিয়া ) চ্যারিটি শোর আর্টে ঐটিই বাস্তববাদ, সার। নিজে শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। আমিই খেতে পাই না, তার দেব কাকে ? এই কম্পিটিশনের বাজারে টাকা রোজগার কর্‌তে হলে অমন চ্যারিটি-ফ্যারিটির মত দু'চারটে গালভরা নাম করতে হয় সার। নৈলে লোকে টাকা দেবে কেন, সার ? দেখচেন তো, কি হার্ড কম্পিটিশন ?

ইন্‌স্‌। ( হাসিয়া ফেলিল ) কিন্তু হার্ড কম্পিটিশনের বাজারেও একে জোচ্চুরি ছাড়া কিছুই বলা যায় না, রাধারমণ বাবু—

রাধা। আপনাদের দয়ায় জোচ্চুরির কি কোনও জো রেখেছেন, হুজুর ? শ্রেফ্‌ সহানুভূতির অভাবেই দেশের অনেক শিল্পই যেমন গেছে, জোচ্চুরি-শিল্পও তেমনি যেতে বসেছে—এমন ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল একটা আর্ট—এই কম্পিটিশনে—

ইন্‌স্। জোচ্চুরি যেতে বসেছে কি, আমরা তো দেখছি, দিন দিন বাড়চে—

রাধা। জোচ্চুরি যদি বাড়েই, তাহলে আপনাদেরও তাতে ক'রে পদবৃদ্ধি হবে তো, সার্ ?

ইন্‌স্। আমাদের পদবৃদ্ধি আর কি হবে ? তবে বিপদ বৃদ্ধি যে হচ্ছে তাতে সন্দেহ নাই। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই তোমার আজকের চ্যারিটি শো—

রাধা। চ্যারিটি শো, সবই এই একই রকমের, হুজুর। চ্যারিটি বলে' যত জলশা, অভিনয়, নৃত্যানুষ্ঠান, সঙ্গীতবাসর প্রভৃতি হয়, এবং হচ্ছে, আর তাতে যে টাকা ওঠে, তার কি-পরিমাণ আসল চ্যারিটিতে যায়—একটু খোঁজ ক'রে দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন্, সার্। বলেচি তো, সার্ এই কম্পিটিশনের বাজারে এই রকম Plain living and high thinking না করলে কি দাঁড়ান যায় ? বাঁচ্‌তে হ'বে তো ? আইন বাঁচিয়ে এবং আপনাদিকেও এড়িয়ে, সংসার-পালন করতে হবে ত ? চ্যারিটি শো মানে—জামায়ের নামে মারে হাঁস, গুষ্টিসুদ্ধ খায় মাস।

[ইন্‌স্পেক্টার অবাক্ হইয়া, রাধারমণের মুখপানে চাহিল]

'Charity begins at home' জানেন্‌ই তো, সার্—তার উপর একদিকে কম্পিটিশন আর অন্যদিকে পুলিশ—

ইন্‌স্। তুমি যে অবাক্ করলে, রাধারমণ বাবু—

[ বলিতে বলিতে পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি বাহির করিয়া খুলিবামাত্রই, রাধারমণ ক্ষিপ্রহস্তে বিনা বাক্যব্যয়ে নিতান্ত সহজভাবে একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া, ধরাইয়া ]

রাধা। যে হার্ড কম্পিটিশন, সার্, অবাক হবারই কথা। তা হ'লে? আপনি তো পান সিগারেট চা কিছুই খেলেন না, একটু বস্‌লেন্‌ও না যে, আপনার সঙ্গে ভাল করে' একটু আলাপ কর্‌ব। রাত্রিও হল। এদের আবার সাড়ে ন'টায় ছবি আরম্ভ হবে—আমি তাহ'লে আসি, সার্—চরণে রাখ্‌বেন্। একদিকে পুলিশ আর একদিকে এই—ভীষণ কম্পিটিশন, অবসরমত দেশের ভবিষ্যৎটা একটু ভেবে দেখ্‌বেন্, সার। তা'হ'লে আজ আসি সার, নমস্কার।

[ রাধারমণের প্রস্থান ]

ইন্‌স্‌পেক্টার নির্ব্বাক্ হইয়া বিহ্বলভাবে রাধারমণের নির্গমন-পথে চাহিয়া রহিল।
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল

## যবনিকা